তারিখ 16 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের দাবি

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ জারি হলে উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ১৯৯২ সালের আইন বহাল রাখার জন্য বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল কাসেম হায়দার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজির উপাচার্য অধ্যাপক এম আলিমুল্লাহ মিয়া, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নয়া অধ্যাদেশের নামে আবার আইনের অধিকাংশ

ব্যাহত : পৃ: ১১ ক: ৬

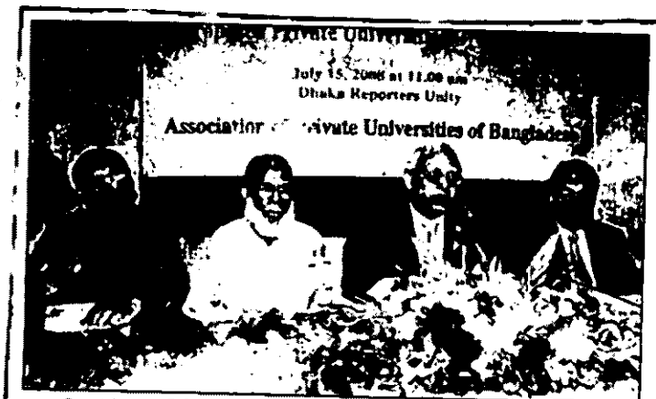

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গতকাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন —সংবাদ

ব্যাহত : হবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ধারা ও উপধারা রহিত করে নতুন ধারা সংযোজনের অযাচিত প্রচেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ এর মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (সংশোধিত ১৯৯৮) কে রহিত করার এই অপপ্রয়াস দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যাহত করবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক নীতি কাঠামো বদলে দেবে এবং এগুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও বেশি মাত্রায় সরকার, মঞ্জুরি কমিশন ও অধ্যাদেশে বর্ণিত এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে খর্ব করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। তারা বলেন, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতিতে বেঁধে ফেলার অপচেষ্টা চলছে। কোন কোন ধারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের এমপিও ভুক্ত বেসরকারি কলেজের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রসারে ১৯৯২ সালের (সংশোধিত ১৯৯৮) আইন বলবৎ রাখার পক্ষে মত দেন বক্তারা।